গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৮
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
www.imed.gov.bd

"বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক চলমান প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণ পরিচালনার জন্য টার্মস অব রেফারেন্স (ToR)

(ক) প্রকল্পের বিবরণী :

১। প্রকল্পের নাম : বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে পিলার স্থাপন, তীর রক্ষা, ওয়াকওয়ে ও জেটিসহ আনুষঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ (২য় পর্যায়)।

২। উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

৪। প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সমগ্র বাংলাদেশ
ঢাকা	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, ঢাকা মেট্রোপলিটন	কেরানীগঞ্জ, বন্দর, সোনারগাঁও	নারায়ণগঞ্জ সদর, গাজীপুর সদর, উত্তরখান, তুরাগ, মোহাম্মদপুর, কামরাঙ্গির চর, কোতোয়ালি, মিরপুর	--

৫। **প্রকল্পের ব্যয়ঃ**

(লক্ষ টাকায়)	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
মূল	৮৪৮৫৫.০০	৮৪৮৫৫.০০	--
১ম সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	১১৮১১০.৩১	১১৮১১০.৩১	--

(খ) বাস্তবায়নকাল :	আরম্ভের তারিখ	সমাপ্তির তারিখ
মূল	জুলাই,২০১৮	জুন,২০২২
১ম সংশোধিত (প্রস্তাবিত)	জুলাই,২০১৮	জুন,২০২৩

(গ) প্রকল্পের পটভূমি: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু এবং শীতলক্ষ্যা নামক ৪ (চার)টি নদী দ্বারা বেষ্টিত। অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণের জন্য উক্ত নদীগুলোর তীরে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও টঙ্গী-তে ৩(তিন)টি অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর রয়েছে। কিন্তু এসব নদীর তীরভূমির বিভিন্ন জায়গা অবৈধ দখলদারদের কবলে রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা ব্যবসা পরিচালনার জন্য আরসিসি কাঠামো তৈরি করেছেন। ফলে নদীসমূহের প্রশস্ততা এবং নৌ চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়াও, অননুমোদিত ও অপরিকল্পিত স্থাপনা নির্মাণ পানির স্বাভাবিক প্রবাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। প্রশাসনিকভাবে তীরভূমির সংরক্ষণ এবং নদী/নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব বিআইডব্লিউটিএ পালন করে থাকে। এ প্রেক্ষাপটে, বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর তীরভূমিতে অবৈধ দখলমুক্ত করে সংরক্ষণ এবং নৌপথ রক্ষণাবেক্ষণের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিআইডব্লিউটিএ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটির মূল প্রস্তাব ৮৪৮.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে ২২/০৫/২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পটিতে নতুন কিছু অঙ্গ অন্তর্ভূক্তি, কতিপয় অঙ্গের ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদন করার লক্ষ্যে ১৮৮৬.১৭৬১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। সংশোধিত আরডিপিপি'র উপর গত ০৭/০৯/২০২০ তারিখে ১ম এবং ১৫/১২/২০২০ তারিখে ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্তসমূহের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পুনর্গঠিত প্রকল্প ব্যয় ১১৮১.১০৩১ কোটি টাকা, মেয়াদকাল জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত। অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয় হতে প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রকল্প ব্যয় ৩৩২.৫৫৩১ কোটি টাকা যা মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের চেয়ে ৩৯.১৯% বেশী।

(ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর অননুমোদিত অবৈধ দখল রোধ করা;
- বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, শীতলক্ষ্যা ও বালু নদীর দখলমুক্ত অংশের সৌন্দর্য বর্ধন করা;
- নদীর উভয় তীরের পরিবেশগত উন্নয়ন সাধন করা;
- নদীর দখলমুক্ত তীরভূমিতে অবকাঠামো নির্মাণ করে ব্যবহার করা।

(ঙ) প্রকল্পের র প্রধান প্রধান কার্যক্রম :

- নদীর ভরাটকৃত মাটি খনন ও অপসারণ-১৮২১০০০ ঘণ:মি: - নদীর উঁচু তীরভূমিতে ওয়াকওয়ে নির্মাণ- ৩৩.৮৫ কিঃমিঃ; - নদীর তীরভূমিতে কলামের উপর ওয়াকওয়ে নির্মাণ-১৭.৭৫ কিঃমিঃ; - আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ- ৮০টি; - কি ওয়াল নির্মাণ ১০.০৪ কি:মি:; - বসার বেঞ্চ নির্মাণ – ২৯১টি - সীমানা প্রাচীর নির্মাণ – ৮৫০ মি:; - ঘাট নির্মাণ- ৪টি	- ওয়াকওয়ে সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ -৩.৫৩৫ কি:মি: - Boulder Protection for Scour-২.৬৫ কি:মি: - পার্কিং ইয়ার্ড নির্মাণ – ২১০০ ব:মি: - পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা – ৩.৫ কি:মি: - ১৪টি জেটি ও ২৮টি স্পাড নির্মাণ - - সীমানা পিলার নির্মাণ –৩ ৮৫০ টি; - মটরযান ক্রয় – ১টি; - ইকো-পাক নির্মাণ –৩টি;

(চ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বঃ</u>

১. প্রকল্পের ১০০% এলাকা নিবিড় পরিবীক্ষণ আওতাভুক্ত হিসেবে বিবেচনা করতে হবে;

২. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন ও সংশোধনের অবস্থা, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়নকাল ও অর্থায়নসহ সকল প্রাসংগিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৩. প্রকল্পের সার্বিক ও বিস্তারিত অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (বাস্তব ও আর্থিক) অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ,সন্নিবেশন, বিশ্লেষণ, সারণী এবং লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ এবং প্রকল্প ফলপ্রসু করার জন্য গৃহীত কার্যাবলী প্রকল্পের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা ও মতামত প্রদান করা;

৫. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের (Procurement) ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন (পিপিএ-২০০৬), সরকারি ক্রয় বিধিমালা (পিপিআর-২০০৮) প্রতিপালন এবং গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী সংগ্রহ করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ;

৬. প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ, নিয়োগ পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করা;

৭. প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যা যেমন: অর্থায়নে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার অদক্ষতা এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

৮. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত মূল কার্যক্রমসমূহের কার্যকারিতা ও উপযোগিতা বিশ্লেষণ ও মতামত প্রদান;

৮.১ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থায় দ্রুত ও টেকসই সুবিধাদি নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রকল্পটির ভূমিকা যাচাইকরণ;

৮.২ নদী বন্দর এলাকায় অবৈধ দখলদার রোধ, পরিবেশের উন্নয়ন, নদী তীরের সৌন্দর্য বর্ধন, পর্যটন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নদী তীরের পর্যাপ্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণে মতামত প্রদান;

৯. প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি; (i) প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্য, Focus Group Discussion (FGD) ও স্থানীয় পর্যায়ে কর্মশালা আয়োজন করে মতামত গ্রহণের ভিত্তিতে ও বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের পরিপত্রে বর্ণিত সুনির্দিষ্ট কাঠামো ও অনুমোদিত ইনসেপশন প্রতিবেদনের সময়ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রণয়ন ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ-আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ; (ii) জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলাফলসমূহ অবহিত করণ ও কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ বিবেচনা করে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ;

১০. ক্রমিক নং ০৯-এ বর্ণিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে সার্বিক পর্যালোচনা সংযোজন এবং সুনির্দিষ্ট সুপারিশ প্রদান;

১১. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান চুক্তির তারিখ থেকে চার মাসের (১২০ দিন) মধ্যে নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম চুড়ান্ত করবে;

১২. প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের সুনির্দিষ্ট (সময়ভিত্তিক) কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি কারিগরি প্রস্তাবের সাথে সংযোজন করতে হবে;

১৩. প্রকল্পে ব্যবহৃত সীমানা পিলারের স্থায়িত্ব কতদিন হবে তা পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করতে হবে। কোন কারণে সীমানা পিলার নির্দিষ্ট স্থান হতে অবৈধভাবে স্থানান্তর করা হলে উক্ত জায়গায় সীমানা সঠিকভাবে নির্ধারণের কোন স্থায়ী বা টেকসই পদ্ধতি রাখা হয়েছে কি-না তা পর্যালোচনাপূর্বক মতামত প্রদান করতে হবে;

১৪. প্রকল্পের Exit Plan পর্যালোচনাপূর্বক প্রকল্প টেকসইকরণে সুনির্দিষ্ট মতামত প্রদান করতে হবে;

১৫. প্রকল্পভুক্ত নদীর অভ্যন্তরের অননুমোদিত ভরাটকৃত কি পরিমাণ মাটি খনন করা হয়েছে, নদীর তীরভূমিতে কত কি:মি: ওয়াকওয়ে নির্মাণ করা হয়েছে এবং তীর রক্ষার কাজসহ ডিপিপিতে নির্ধারিত কাজের বাস্তব অবস্থা পরিদর্শনপূর্বক পর্যালোচনা করে কাজের গুণগত মানসহ সার্বিক বিষয়ে মতামত প্রদান করতে হবে;

১৬. ইতোমধ্যে যে পরিমাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এর দ্বারা সুবিধাভোগীরা কি সুবিধা পাচ্ছে তা পর্যালোচনাপূর্বক সুনির্দিষ্ট তথ্য-উপাত্তসহ মতামত প্রদান করতে হবে;

১৭. প্রকল্পের External ও Internal অডিটের বিষয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করতে হবে;

১৮. এ অর্থবছরের জন্য নির্বাচিতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ যে সব FGD.KII-সহ সরেজমিন পরিদর্শন সম্পন্ন করবেন তার একটি ভিডিও (ন্যূনতম ৩০ মিনিটের) প্রমাণক হিসেবে আবশ্যিকভাবে জাতীয় কর্মশালার পূর্বে আইএমইডিতে দাখিল করতে হবে;

১৯. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, প্রকল্পের কার্যক্রম, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, প্রকল্প ব্যস্থাপনা, ঝুঁকি, মেয়াদ, ব্যয়, অর্জন ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে একটি SWOT বিশ্লেষণ; এক্ষেত্রে সার্বিক ভাবে চিহ্নিত সবলতা, ত্রুটি, দূর্বলতা বা অসঙ্গতি পর্যালোচনা ও ত্রুটি, দূর্বলতা উত্তোরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়ন;

২০. পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আইএমইডি কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়াবলী প্রতিপালন করবে।

(ছ) <u>পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শকের প্রকৃতি ও যোগ্যতা</u> :

ক্রমিক নং	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পরামর্শক	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
১.	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান		• গবেষণা এবং প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও নিবিড় পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা পরিচালনায় ন্যূনতম ০৩ (তিন) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
২.	(ক) টীম লিডার:	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে বিএসসি ইন সিভিল ইন্জিনিয়ার। হাইড্রোলজি/মরফোলজি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রীধারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	• ড্রেজিং ও হাইড্রোলজি/মরফোলজি কাজে ন্যুনপক্ষে ১২ (বার) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক; • কম্পিউটারের মাইক্রোসফট ওয়ার্ড, এক্সেল, SPSS সহ অন্যান্য Statistical Software Package পরিচালনায় দক্ষ হতে হবে এবং • পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকতে হবে; • প্রতিবেদন প্রণয়ন ও উপস্থাপনায় অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	(খ) পরিবেশবিদ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ভূগোল ও পরিবেশবিদ্যা বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	• সংশ্লিষ্ট কাজে ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে; • পরিবেশ বিষয়ে কাজ করে এমন প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;
	গ) আর্থ-সামাজিক বিশেষজ্ঞ	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে অর্থনীতি/সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে ন্যূনতম স্নাতকোত্তর ডিগ্রী।	• আর্থ-সামাজিক গবেষণা ও নিবিড় পরিবীক্ষণ কাজে ন্যুনতম ০৫ (পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;

	ঘ) প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাইন্যান্স/একাউন্টিং/ অর্থনীতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী। এমবিএ ইন প্রকিউরমেন্ট/ MCIPS ডিগ্রী থাকলে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।	● প্রকিউরমেন্ট কাজের ০৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।

(জ) <u>ক্রয়কারী কর্তৃক প্রদেয়ঃ</u>

- প্রকল্প দলিল (ডিপিপি/আরডিপিপি/পিসিআর);
- বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগীতা প্রদান; ইত্যাদি।